শিশু মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞান (CHILD DEVELOPMENT & PEDAGOGY)

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া (Socialization Process)

পরিবার, শিক্ষক এবং সহপাঠীদের ভূমিকা ও গুরুত্ব — বিস্তারিত আলোচনা

১. সামাজিকীকরণ কাকে বলে? (Concept of Socialization)

জন্মের সময় মানবশিশু কেবল একটি জৈবিক সত্তা (Biological Being) হিসেবে পৃথিবীতে আসে; সে তখন সামাজিক বা অসামাজিক কোনোটিই থাকে না। যে জীবনব্যাপী ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু সমাজের রীতিনীতি, মূল্যবোধ, আদর্শ, ভাষা, সংস্কৃতি এবং আচরণবিধি আয়ত্ত করে একটি **'সামাজিক জীবে' (Social Being)** পরিণত হয়, তাকেই মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় **সামাজিকীকরণ (Socialization)** বলে।

> **বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানীদের সংজ্ঞা:** সমাজবিজ্ঞানী **ম্যাকাইভার ও পেজ (MacIver & Page)**-এর মতে, *"সামাজিকীকরণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সামাজিক জীবেরা পরস্পরের সঙ্গে নির্ভরশীল সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং দায়িত্ববোধ ও সহযোগিতার চেতনা অর্জন করে।"* আবার **রস (Ross)**-এর মতে, *"সামাজিকীকরণ হলো সহযোগী মানুষের মধ্যে 'আমরা-বোধ' (We-feeling)-এর বিকাশ।"*

সামাজিকীকরণের মূল গুরুত্ব (Importance of Socialization):

- **ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ:** সমাজের সংস্পর্শ ছাড়া শিশুর সুপ্ত প্রতিভা ও সুষম ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নয়।
- **শৃঙ্খলা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ:** শিশু নিজের জৈবিক তাড়না ও আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে সমাজস্বীকৃত পথে চলতে শেখে।
- **সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও সঞ্চালন:** এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে ভাষা, ঐতিহ্য, লোকাচার ও মূল্যবোধ প্রবাহিত হয়।
- **সামাজিক অভিযোজন (Social Adjustment):** পরিবর্তিত পরিবেশ ও বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতা তৈরি হয়।
- **নৈতিক ও নাগরিক চেতনা:** ন্যায়-অন্যায় বোধ, সহমর্মিতা, কর্তব্যবোধ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়।

২. সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা ও গুরুত্ব (Role of Family)

পরিবার হলো শিশুর সামাজিকীকরণের **প্রাথমিক ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা (Primary Agency)**। জন্মের পর থেকেই শিশু পরিবারের সান্নিধ্যে আসে বলে পরিবারকে **'সামাজিকীকরণের আঁতুড়ঘর' (Cradle of Socialization)** বা প্রাথমিক বিদ্যালয় বলা হয়।

পরিবারের প্রধান ভূমিকাসমূহ:

- **মাতৃভাষা ও যোগাযোগের শিক্ষা:** পরিবার থেকেই শিশু সর্বপ্রথম ভাষা বলতে, ভাব প্রকাশ করতে এবং অন্যের কথা বুঝতে শেখে।
- **মৌলিক অভ্যাস ও শৃঙ্খলা গঠন:** খাওয়া-দাওয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সময়ানুবর্তিতা এবং দৈনন্দিন রুটিনের প্রাথমিক শিক্ষা পরিবার দেয়।
- **নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বীজবপন:** সত্য কথা বলা, বড়দের সম্মান করা, ছোটদের স্নেহ করা এবং সততার আদর্শ শিশু পিতা-মাতার আচরণ অনুকরণ করে শেখে।
- **প্রাক্ষোভিক নিরাপত্তা ও ভালোবাসা:** পরিবারের স্নেহ, মমতা ও নিরাপদ আশ্রয় শিশুর মধ্যে আত্মবিশ্বাস, আস্থা (Trust) এবং মানসিক স্থিতিশীলতা তৈরি করে।
- **সহযোগিতা ও ত্যাগের মানসিকতা:** যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবারে ভাইবোন ও আত্মীয়দের সাথে মিলেমিশে থাকার মাধ্যমে শিশু ভাগ করে নেওয়া (Sharing) ও সহানুভূতি শেখে।
- **লিঙ্গ-ভূমিকা পরিচয় (Gender Role Identity):** পরিবারে মা-বাবা ও অন্যান্য সদস্যদের আচরণ দেখে শিশু সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করে।

৩. সামাজিকীকরণে শিক্ষকের ভূমিকা ও গুরুত্ব (Role of Teacher)

বিদ্যালয় হলো সামাজিকীকরণের **গৌণ বা দ্বিতীয় পর্যায়ের আনুষ্ঠানিক সংস্থা (Secondary & Formal Agency)**, যাকে জন ডিউই (John Dewey) **'ক্ষুদ্র সমাজ' (Miniature Society)** বলেছেন। বিদ্যালয়ের পরিবেশে শিক্ষক হলেন শিশুর প্রধান পথপ্রদর্শক, আদর্শ এবং সামাজিক রূপকার।

শিক্ষকের প্রধান ভূমিকাসমূহ:

- **আদর্শ রোল মডেল (Role Model):** উচ্চ প্রাথমিক স্তরের (১১–১৪ বছর) শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের পোশাক, কথাবার্তা, ন্যায়পরায়ণতা ও আচরণ সরাসরি অনুকরণ করে।
- **গণতান্ত্রিক ও বৈষম্যহীন পরিবেশ সৃষ্টি:** শ্রেণিকক্ষে জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা আর্থিক অবস্থা নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীকে সমান গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষক সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ শেখান।
- **সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি পরিচালনা:** খেলাধুলা, বিতর্ক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এনসিসি (NCC) বা দলগত প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বদান ও দলগত সংহতি (Team Spirit) গড়ে তোলেন।
- **সমাজবিরোধী আচরণ সংশোধন:** কোনো শিক্ষার্থীর মধ্যে একগুঁয়েমি, আগ্রাসী মনোভাব বা অসামাজিক প্রবণতা দেখা দিলে শিক্ষক সহানুভূতিশীল নির্দেশনা ও পরামর্শের মাধ্যমে তা সংশোধন করেন।
- **সামাজিক সংস্কার ও কুসংস্কার দূরীকরণ:** শিক্ষক যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মন থেকে কুসংস্কার, সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি দূর করেন।
- **অভিভাবক ও সমাজের মধ্যে সেতুবন্ধন:** শিক্ষক-অভিভাবক সভার (PTM) মাধ্যমে শিক্ষক শিশুর পারিবারিক ও বিদ্যালয়ের পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখেন।

৪. সামাজিকীকরণে সহপাঠীদের ভূমিকা ও গুরুত্ব (Role of Peers)

সমবয়সী বা সমমানসিকতাসম্পন্ন বন্ধুদের দলকে **সমবয়সী দল বা সহপাঠী গোষ্ঠী (Peer Group)** বলে। এটি সামাজিকীকরণের একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী **গৌণ ও অনানুষ্ঠানিক সংস্থা (Secondary & Informal Agency)**। বিশেষত Upper Primary স্তরে (বয়ঃসন্ধিকালের সূচনায়) শিশুর জীবনে পরিবারের চেয়েও সহপাঠীদের প্রভাব প্রবল হয়ে ওঠে।

সহপাঠীদের প্রধান ভূমিকাসমূহ:

- **সমতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়া:** পরিবার বা বিদ্যালয়ে বড়দের সাথে শিশুর সম্পর্ক থাকে কর্তৃত্বমূলক, কিন্তু সহপাঠীদের সাথে সম্পর্ক হয় **সমমর্যাদার (Equal Status)**। ফলে শিশু স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে শেখে।
- **সহযোগিতা ও সুস্থ প্রতিযোগিতা:** একসাথে পড়াশোনা, খেলাধুলা ও গ্রুপ ডিসকাশনের মাধ্যমে যেমন পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ে, তেমনি নিয়ম মেনে সুস্থ প্রতিযোগিতার মানসিকতা তৈরি হয়।
- **স্বনির্ভরতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা:** পিতা-মাতার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে সহপাঠীদের সাথে মেলামেশার ফলে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা ও নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ে।
- **সামাজিক নিয়ম ও 'গিভ অ্যান্ড টেক' নীতি:** দলে টিকে থাকতে হলে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হয়—সহপাঠী দল শিশুকে এই পারস্পরিক লেনদেনের (Give and Take) নীতি শেখায়।
- **দলগত আনুগত্য ও সহমর্মিতা:** বিপদে বন্ধুর পাশে দাঁড়ানো, গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং দলের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার মাধ্যমে শিশুর মধ্যে গভীর সহমর্মিতা ও সামাজিক বন্ধন তৈরি হয়।
- **নতুন জ্ঞান ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান:** ভিন্ন ভিন্ন পরিবার ও পরিবেশ থেকে আসা সহপাঠীদের সাথে মিশে শিশু নতুন শব্দভান্ডার, রুচি, ফ্যাশন এবং বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচিত হয়।

৫. Upper Primary TET পরীক্ষার জন্য সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক ছক

মাধ্যম / সংস্থা	সংস্থার প্রকৃতি	প্রধান অবদান	TET পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
পরিবার (Family)	প্রাথমিক (Primary) ও অনানুষ্ঠানিক (Informal)	ভাষা, মৌলিক অভ্যাস, নৈতিকতা, ভালোবাসা ও নিরাপত্তা প্রদান।	সামাজিকীকরণের প্রথম ও সবচেয়ে স্থায়ী ভিত্তি তৈরি করে।
শিক্ষক ও বিদ্যালয় (Teacher & School)	গৌণ (Secondary) ও আনুষ্ঠানিক (Formal)	শৃঙ্খলা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, নেতৃত্ব, জ্ঞান ও সুনাগরিকত্ব গঠন।	পরিবার ও বৃহত্তর সমাজের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।
সহপাঠী (Peer Group)	গৌণ (Secondary) ও অনানুষ্ঠানিক (Informal)	সমমর্যাদা, সহযোগিতা, স্বনির্ভরতা ও সামাজিক অভিযোজন।	বয়ঃসন্ধিকালে (Upper Primary স্তরে) এর প্রভাব সর্বাধিক।